দৈনিক খবর

তারিখ 22 DEC 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

12
178

আরিফ হত্যার প্রতিবাদে অভিভাবক সমাবেশঃ

'শিক্ষা ও চরিত্র নেই বলে আমরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছি'

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আরিফ হত্যার প্রতিবাদে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতার অবসানকল্পে অনুষ্ঠিত অভিভাবকদের সমাবেশে বক্তাগণ শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানিয়েছেন।

বক্তাগণ বলেন, আরিফই হোক সর্বশেষ ব্যক্তি, আর কোন মায়ের কোল যেন এইভাবে সন্ত্রাসী আঘাতে খালি না হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মুসলেহ উদ্দিন আহেদে চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ এ আহবান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর শামসুল হক, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহবায়ক শামসুল হক চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, ভাষা-সৈনিক গাজীউল হক, শওকত ওসমান, ভূ-বিজ্ঞানী আবু বকর, ফারুক আজিজ খান, আনোয়ারা বেগম ও আরিফের পিতা আবদুল লতিফ মিয়াজি ও অভিভাবক আবদুস সাত্তার। পরিচালনা করেন আরিফের অগ্রজ প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমান।

প্রফেসর শামসুল হক বলেন, ছাত্ররা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট বলেই কলমের পরিবর্তে তারা হাতে বন্দুক ও রাইফেল তুলে নিয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সামনে কোন আদর্শ

শিক্ষা ও চরিত্র নেই বলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিতে পারেনি। অন্যদিকে সরকার চাইছে ছাত্রদের রাজনীতি করা বন্ধ। তিনি ছাত্রদের পড়াশোনায় মনোযোগী এবং দলীয় রাজনীতির পরিবর্তে অতীতের ন্যায় ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি করার আহবান জানান।

শামসুল হক চৌধুরী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসে যত ছাত্র মারা গেছে তারমধ্যে একমাত্র আরিফ মেধাবী এবং রাজধানীর বাসিন্দা। অন্যরা সব মফস্বল থেকে পড়তে এসে রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে জীবন দিয়েছেন। অথচ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের সন্তানকে দেশে না পড়িয়ে বিদেশে পড়াশোনা করাচ্ছেন। এককালে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসবাদের তত্ত্ব আওড়াতেন আজ তারাই এরশাদ সরকারের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন। আজকে আপনারা (ছাত্ররা) যাকে সমর্থন করছেন তারা ক্ষমতায় গেলে আপনাদের জেলে পুরতে দ্বিধা করবেন না।

তিনি বলেন, আমাদের সব কিছুই আছে কিন্তু শিক্ষা এবং চরিত্র বলতে কিছুই নেই। রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দু'টি জিনিস যদি থাকতো তাহলে আমাদের বিদেশের কাছে হাত পাততে হতো না।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও মনোভাব আমরা এড়াতে পারিনি বলেই একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই আমরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছি। বর্তমান সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, উচ্চ পদে আসীন সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ সকলকেই দায়ী করেছেন।

কবি শামসুর রাহমান বলেন, এই সরকারের উন্নয়নের রাজনীতির সাথে সাথে সন্ত্রাসী তৎপরতার উন্নতি হয়েছে। সরকার মনে- প্রাণে ইচ্ছা করলেই এ ধরনের সন্ত্রাস যে কোন মুহূর্তে বন্ধ করতে পারে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে সবচাইতে বেশী ছাত্র নিহত হয়েছে, সেখানে সরকার অস্ত্র উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ভাষা-সৈনিক গাজীউল হক বলেন, যে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সন্ত্রাসী ছাত্র আছে তাদের চিহ্নিত এবং প্রত্যাখ্যাত করতে হবে। হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেই সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে। শিক্ষাঙ্গনসহ গোটা দেশকে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, আমাদের রাজনীতি শুভ-বুদ্ধির দ্বারা ও আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হোক।

ডঃ আবদুল্লাহ-আল মুতী শরফুদ্দীন বলেন, শিক্ষাঙ্গনসহ সারাদেশে সন্ত্রাসের জন্য জাতি আজ আতংকিত। শিক্ষার পরিবেশ যাতে ব্যাহত না হয়, সারাদেশ যাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সেভাবে আন্দোলন গড়তে হবে।

আরিফের পিতা আবদুল লতিফ মিয়াজি বলেন, আর কোন আরিফকে যেন ওই সন্ত্রাসীদের হাতে জীবন দিতে না হয় এ জন্য অভিভাবকদের সোচ্চার হতে হবে। আর কোন মায়ের বুক যেন খালি না হয় এজন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।

সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র শিক্ষাঙ্গন আজ সন্ত্রাসবাদীর পশুশক্তির দাপটে কম্পিত, কলংকিত। একদিকে প্রশাসন তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ক্রমাগত চরম উদাসীনতা এবং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, অপর দিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপন বলয়ের ভেতরে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট না হয়ে পারস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে সন্ত্রাসকে আরো উৎসাহিত করছে। ছাত্র রাজনীতির সংগে সন্ত্রাসকে সম্পৃক্ত করবার এই যে প্রক্রিয়া বিভিন্ন মহলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে বাধাহীনভাবে চলছে তার দায়-দায়িত্ব সরকারী প্রশাসন যন্ত্র কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকেরা কেউই এড়িয়ে যেতে পারেন না। এদের এই সমষ্টিগত, অমার্জনীয় ব্যর্থতার ফলে শিক্ষাঙ্গনসমূহে সন্ত্রাসবাদের যে ফ্রাংকেনষ্টাইন জন্ম নিয়েছে তাকে ধ্বংস করতে না পারলে আরিফ আহমেদের মত কৃতী, প্রতিভাবান ছাত্রদের আমরা কোনদিনই রক্ষা করতে পারব না। জাতি এই নারকীয় অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। আত্মাহননের এই পথ থেকে জাতিকে ফেরানোর জন্যে ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, আলেম ও ওলেমা, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, নারী সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের আজ বড় প্রয়োজন। দল-মত নির্বিশেষে আমরা সবাই এগিয়ে এলে সন্ত্রাসবাদের পরাজয় অনিবার্য।

অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের আজকের এই সমাবেশ এবং সমাবেশের দ্বিধাহীন, ইতিবাচক উচ্চারণ সন্ত্রাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ সূচনা। এই প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান, অপরিবর্তনীয় করবার লক্ষ্যে এই সভায় সর্বসম্মতভাবে একটি কমিটিসহ শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আরিফ আহমেদসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যত ছাত্র সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস তৎপরতার ফলে নিহত হয়েছে তাদের সকলের জন্যে আমরা শোক প্রকাশ করছি। সন্তানহারা অভিভাবকদের প্রতি অকুণ্ঠ সমবেদনা এবং সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা এই সভা থেকে ব্যক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ এবং কার্যক্রমকে আরো বেগবান, বলিষ্ঠ করবার লক্ষ্যে সভার সভাপতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। উক্ত কমিটিতে আজকের সভার উদ্যোক্তাগণ এবং উপস্থিত অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। বিশেষ প্রয়োজনে কমিটিতে অন্য সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবার ক্ষমতাও জনাব চৌধুরীকে প্রদান করা হয়েছে।